

## কোটি টাকা নিয়ে পালিয়েছে দারুল ইহসানের ৪ কর্মকর্তা

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা : পুলিশ মোতায়েন

পুলিশের রিপোর্ট

ছাত্রছাত্রীদের শেখন সি. বেতন-অভ্যাসই বিভিন্ন ব্যক্তির প্রায় ১ কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ কর্মকর্তা ও তাদের সহযোগীরা। এদের মধ্যে অন্যতম সৈয়দ আলী নকি, পরিচালক আকবর উদ্দিন, শেখ আবিদুর রহমান ও হিসাব রাখার প্রধান মুহাম্মদ আলম, সেলিনা উদ্দিন অন্যতম। পরিবার সকাল থেকে তাদের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ তাদের হন্য হয়ে খুঁজছে। এদিকে ছাত্রছাত্রীদের দেয়া টাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যানেল জমা না হওয়ায়

তাদের মাঝে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ধানমন্ডি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুল হক খুগাডরকে জানান। তিনি বলেন, ছাত্ররা আইনের মধ্যেও গত তিন মাস ধরে এই চক্রটি অপহৃত মুখে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বিজনেস স্টাডিজ (আইবিএস) শাখাটি দখল করে রাখে। এরপর এদের মধ্যে সৈয়দ আলী নকি নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, আকবর উদ্দিন পরিচালক ও ট্রেজারার এবং শেখ আবিদুর রহমান নিজেকে রেজিস্ট্রার পরিচয় দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। এই টাকা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরড জমা না দিয়ে নিজেরা আত্মসাৎ করে আসছিলেন। তিনি বলেন, এই চার কর্মকর্তা গত তিন মাস ধরে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে এমবিএ, বিবিএসহ বিভিন্ন বিভাগের সার্টিফিকেট বিক্রি করতেন। কোন ধরনের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করা তাদের বৈধতা না থাকলেও আলী নকি, আবিদুর রহমান ও আকবর উদ্দিন বিভিন্ন বিভাগের সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করে মোটা মোটা অংকের টাকায় বিক্রি করতেন। এ ব্যাপারে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে তিনি জানান। ধানমন্ডি থানা সূত্রে জানা গেছে, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ডিবি, দুই ট্রেজারার ও দুই রেজিস্ট্রারকে কেন্দ্র করে গত তিন মাস ধরে ধানমন্ডি ২ নম্বর সড়কস্থ আইবিএস গাথায় সূন্য অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। এ বিষয়টি সীমাংসার দরবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করলেও একাধিকবার এই চার কর্মকর্তা তাদের ক্যাডারদের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। গত ৯ এপ্রিল এ ধরনের ঘটনা ঘটলে পরে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা খুলে ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধার করে।